ভোরের কাগজ

তারিখ 3 1 DEC 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে কমিশনে রূপান্তর, ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রস্তাব

মোস্তফা ফিরোজ : জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে দুর্নীতি দমন কমিশন নামকরণসহ এর প্রধান হিসেবে সচিব পদমর্যাদার একজন কমিশনার বা মহাপরিচালককে তিন বছর মেয়াদে নিয়োগের সুপারিশ করেছে।

'জনপ্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি রোধকল্পে একটি কার্যকর সংস্থা গঠন' বিষয়ে কমিশন এ সুপারিশ করেছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এ বিষয়টিসহ অতি সম্প্রতি ১২টি বিষয়ে ১২টি স্বতন্ত্র রিপোর্ট তৈরি করেছে। রিপোর্টে প্রস্তাবিত কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধিরও সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশন ইতিপূর্বে ৮টি রিপোর্ট প্রকাশ করে।

কমিশনের তৈরি ১২টি নতুন রিপোর্ট হচ্ছে : জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ, জনপ্রশাসনে সর্বস্তরে দুর্নীতি রোধকল্পে একটি কার্যকর সংস্থা গঠন, কতিপয় অধিদপ্তর, দপ্তর বিলুপ্তি এবং একত্রীকরণ, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন আধুনিকায়ন, তিন বছরের বকেয়া ইউটিলিটি বিল তামাদি ঘোষণা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, জনসাধারণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি, ইলেকট্রনিক সরকার : নথি ব্যবস্থাপনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন, কম্পিউটার টেলিফোন ফ্যাক্স ই-মেইল ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তি ও অফিস সরঞ্জামাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার, প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরিত বিষয়াবলীর সংখ্যা হ্রাস, অফিসে কার্যপদ্ধতি সমীক্ষা ও উন্নয়ন দল গঠন এবং সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে প্রশিক্ষণের সামঞ্জস্য রক্ষা করা।

কমিশন ১০টি দপ্তর বিলুপ্তি এবং ৮টি দপ্তর একত্রিত করে ৪টিতে রূপান্তরের সুপারিশ করেছে। বিলুপ্তির জন্য সুপারিশকৃত দপ্তরগুলো হচ্ছে : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (শিক্ষা মন্ত্রণালয়), মুখ্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়), সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তর (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়), বস্ত্র পরিদপ্তর (বস্ত্র মন্ত্রণালয়), ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর (স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়) পরিচালক অভিযোগ (তদন্ত) পরিদপ্তর (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড), জেলা গেজেটিয়ার অফিস (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কৃষি মন্ত্রণালয়), কৃষি তথ্য সার্ভিস (কৃষি মন্ত্রণালয়) এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য সার্ভিস (মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়)।

কমিশন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট ডিজাইন ট্রেড মার্কসকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কপিরাইট বিভাগের সঙ্গে একীভূত করার সুপারিশ করেছে। একইভাবে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন জ্বালানি পরিবীক্ষণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্রকে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের অধিদপ্তর, কর কমিশনার, কর (গোয়েন্দা ও তদন্ত) অধিদপ্তরকে কর পরিদর্শন পরিদপ্তর এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র আর্কাইভসকে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সঙ্গে একীভূত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সিঙ্গাপুর ও হংকঙের ন্যায় বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়ে বলেছে, নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই কমিশনের প্রধান কমিশনার বা মহাপরিচালককে অপসারণ করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিতে হবে।

কমিশন প্রস্তাবিত দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণের জন্য একটি অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠনেরও সুপারিশ করেছে। আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট নাগরিক, চার্টার্ড একাউনটেন্ট ও এনজিও প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত এ কমিটির চেয়ারম্যান হবেন কেবিনেট সেক্রেটারি। এই কমিটি সাবেক রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, মন্ত্রীবর্গ, বর্তমান ও সাবেক সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র,

● এরপর– পৃষ্ঠা ২

রূপান্তর, ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ

● প্রথম পাতার পর

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যে কোনো বিষয়ে শেষ হওয়া তদন্ত পর্যালোচনা করবে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে মামলা করার বিষয়ে কমিটি সুপারিশ প্রদান করলে তা অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে।

কমিশনের রিপোর্টে কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের হংকং ও সিঙ্গাপুর সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, প্রতিনিধিদল সিঙ্গাপুরে করাপ্ট প্রাকটিসেস ব্যুরো (সিপিবি) নামে দুর্নীতি দমন অফিস পরিদর্শন করে। এ অফিস প্রধানমন্ত্রীর অফিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করে। এ অফিস নিজস্ব সকল লোকবল নিজেরাই নিয়োগ করে এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও তারা তদন্ত করতে পারে। ১৯৭৪ সালের আগে হংকঙে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক দুর্নীতি ছিল। পরে দুর্নীতি সংক্রান্ত আইন পরিবর্তন, দুর্নীতি দমন বিষয়ে স্বতন্ত্র সংস্থা গঠনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম কঠোরভাবে প্রয়োগের ফলে সে দেশ দুর্নীতিমুক্ত হয়।